মেহেরপুরে ২১ আগস্ট স্মরণে তাঁতীলীগের দোয়া মাহফিল

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক পবীর শেখ।
সদস্য সচিব আঙ্গুর গাজী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক নুর ইসলাম সুবাদ, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী- যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব মোঃ জুয়েল রানা।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান, ফারুক হোসেন সাহেব, শাহিন, রায়হান, সাদ্দাম, বাপ্পি, খালেক, আসাদুল হক বির, আকাশ প্রমুখ।
আলোচনা সভায় গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। সেই সাথে জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি জনান। পরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

কুমার নদে মাছের পোনা ছাড়লো আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’ কুমার নদে ৬০ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করেছে। সংগঠনের সদস্যরা শুক্রবার সকালে শহরের পাশ ঘেষে বয়ে চলা কুমার নদে নানাজাতের দেশী মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪ স্কুল সহপাঠিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা ১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিল।

মাছের পোনা অবমুক্ত করার সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’র সভাপতি হাসিবুল হক টুটুল বলেন, আমাদের সংগঠনটি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে আলমডাঙ্গার মানুষের কল্যাণ আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এ উদ্যেশ্যে আমরা নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করলাম যাতে নদীতে মাছের পরিমাণ বাড়ে। একেকটি মাছ বড় হলে একটি মাছেই একটি পরিবারের পুষ্টি বা প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। মানুষ উপকৃত হবে।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়া স্বামী আসাদুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে তাকে মেহেরপুরের গাংনীর আমতলি থেকে প্রেফতার করা হয়।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই কামরুল ইসলাম জানান, রূপালী খাতুন হত্যা মামলার আসামি তার স্বামী আসাদুলকে আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে রূপালী হত্যার প্রকৃত রহস্য। তিনি জানান, রূপালী হত্যার পর থেকে তার স্বামী আসাদুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতলী এলাকায় আত্মগোপনে ছিল। গোপন সংবাদ পেয়ে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ১৩ আগস্ট ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। এরপর থেকে আসাদুল ইসলাম পলাতক ছিলেন। নিহত রূপালী খাতুনের পিতা রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এতে আসাদুলকে এক নং আসামি করে অজ্ঞাত পরিচয়ের আরো কয়েকজনকে আসামি করা হয়।
জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের

মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।
সেই থেকেই আসাদুল বাড়িতে আর ফিরে আসেনি। সে পলাতক জীবন-যাপন করে আসছিল। পুলিশ আসাদুলকে আটক করতে না পারায় রূপালী খাতুন হত্যা রহস্যের জট খুলছিল না। আসাদুলকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এই হত্যা রহস্যের জট খুলবে বলে আশা করছে পুলিশ।

২১ আগস্ট শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় তাঁতীলীগের দোয়া মাহফিল

২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক পবীর শেখ।

সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব আঙ্গুর গাজী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক নুর ইসলাম সুবাদ, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী- যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব মোঃ জুয়েল রানা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান,ফারুক হোসেন সাহেব, শাহিন, রায়হান, সাদ্দাম,বাপ্পি, খালেক,আসাদুল হক বির, আকাশ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। সেই সাথে জড়িত অবিলম্বে শাস্তির দাবি জনান। পরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর

২১ আগষ্টের শহীদদের স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের বাসভবনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।

এসময় তিনি বলেন ১৯৭৫ সালের ১৪ ই আগস্ট যে বিদেশি চক্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ভোররাতে হত্যা করেছিল তাদের সহযোগীরা তারেক জিয়া হারিশ চৌধুরী লুৎফুজ্জামান বাবু আব্দুস সালাম পিন্টু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়ার মতেই বিদেশ থেকে আনা গ্রেনেড দিয়ে বিদেশি ট্রেনিং প্রাপ্ত জেহাদিদের ভাড়াকরে হামলা চালানো হয়। সে দিনের আওয়ামী লীগের সভাপতি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মূল টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছিলো। আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে গেছেন। তিনি যখন বেঁচে আছেন, ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে ২১ আগস্ট হত্যাকান্ডেরও বিচার হবে ।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও

জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরা, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর বনাম রাধাকান্তপুর প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর একাদশ ও মেহেরপুর ফুটবল একাদশ এর মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে রাধাকান্তপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ফুটবল মাঠে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রাধাকান্তপুর একাদশ ও মেহেরপুর ফুটবল একাদশ ২ – ২ গোলে ম্যাচ ড্র হয়।

প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল রাধাকান্তপুর। বিরতির পর মেহেরপুর একাদশ পক্ষে রাজা ২ গোল করে ম্যাচ কে এগিয়ে রাখলেও শেষ ১ মিনিটে রাধাকান্তপুরের পক্ষে শাহীনের গোলের মাধ্যমে ম্যাচটি ড্র ঘোষিত হয়।

রাধাকান্তপুর দলের পক্ষে আজিজ ও শাহীন একটি করে গোল করেন। মেহেরপুরের পক্ষ থেকে রাজা ২ গোল করেন। খেলা পরিচালনায় ছিলেন রিপন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা

অভিযান

মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে শত ভাগ মাস্ক পরিধানের লক্ষে জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সদর থানার এএসআই মোহাম্মদ এর নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।
মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে কঠোর নিরাপত্তা জারি করেছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সোহান, হাসান,আবু সাহিদ প্রমুখ।

আবারও হামলার স্বিকার মেহেরপুরের সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুর সদর থানায় মিমাংসা হওয়ার দু-দিন পরেই আবারও হামলার স্বিকার হলেন মেহেরপুরের সেই প্রতিবন্ধি পরিবার। মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী আনেছার ভাই জিন্দারকে পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। গত বৃহস্পতিবার শ্যামপুর কল্যানী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মেহেরপুর সদর থানায় এ বিষয়ে জিন্দার পিতা সাবান বাদি হয়ে ৪জনকে আসামী করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযুক্তরা হলো, শ্যামপুর গ্রামের রশিদ এর ছেলে মইদুল(৪০), পিনজারের স্ত্রী কাজল খাতুন(৪০), ওমর আলীর স্ত্রী ছাদিয়া

খাতুন(৩০), আজিম উদ্দিন এর ছেলে ইনতাজ আলী(৫০)।

এ বিষয়ে প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন জানান, নিজ জমিতে একটি নিম গাছ আছে। বেশ কিছুদিন ধরে সেটি বিক্রির জন্য খদ্দের দেখা হচ্ছে। বুহস্পতিবার সকালে গাছটি কাটার জন্য খদ্দের আসে। এমন অবস্থায় আবার বাবা সাবান ও ছোট ভাই জিন্দার সেখানে যায়। তারপরই প্রতিপক্ষরা এসে তাদের উপর হামলা চালায়। পরে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সে হাসপালেই চিকিৎসাধীন আছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, এমন একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, এর আগেও প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে হামলার স্বিকার হন। পরে সদর থানার এসআই ইকবালের সহযোগীতায় বিরোধের মিমাংসা হয়।

Today Horrifying August 21
Today is the horrifying August 21, one of the cruelest days in the country’s political history, when a number of Awami League activists were killed in a violent grenade attack during the BNP-Jamaat tenure.

This day in 2004, grenades were hurled at an AL rally on Bangabandhu Avenue in the capital, killing at least 24 people, including Ivy Rahman, and wounding scores of others.

Awami League president Sheikh Hasina, also then leader of the Opposition, narrowly escaped the barbaric attack, but suffered damage to her right ear.

The people of the country are still haunted by the August 21 carnage even after 16 years of the heartrending incident.

As the clock struck 5:22pm that day, all hell broke loose as

assailants hurled grenades indiscriminately at the rally.

There was a makeshift podium on a truck as the BNP-Jamaat government didn't allow the use of any usual podium.

Besides the sound of grenade blasts, there were men and women screaming either in panic or pain after being wounded.

The area was flooded with blood and pieces of human flesh. Sheikh Hasina luckily survived as her party men formed a human shield around her. The grenade targeting her did not explode luckily.

President M Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina paid rich tributes to the victims of the August 21 grenade attack and prayed for eternal peace of their departed souls on the eve of the 16th anniversary of the heinous grenade attack.

They urged all to come forward being imbued with the spirit of Liberation War to turn the sorrows of August 21 into strength for building a peaceful and democratic Bangladesh which will be free from terrorism and militancy.

"August 21 grenade attack in 2004 is a mournful day as the killers launched history's barbaric grenade attacks on an Awami League rally on Bangabandhu Avenue with an attempt to kill Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina," said the President.

In a separate message, Sheikh Hasina said the barbaric grenade attack was carried out that day under the direct patronisation of the BNP-Jamaat alliance during an anti-terrorism rally of Awami League to kill her.

Terming the grenade attack a 'stigmatised day' in the political history of the country, she said, "Our party leaders and activists saved me from the series of grenade attacks by forming a human shield."

"I survived the attack due to immense blessings of the

Almighty but some 22 leaders and activists, including Mahila Awami League president Ivy Rahman, embraced martyrdom," the premier said, adding that more than 500 leaders and activists, journalists and security personnel were injured.

In a landmark verdict, the court on October 10, 2018 awarded capital punishment to 19 people, including former state minister Lutfozzaman Babar and former deputy minister Abdus Salam Pintu, in two cases filed over the deadly grenade attack.

The other convicts are former NSI chief Brig Gen (rtd) Rezzaqul Haider Chowdhury, former DGFI Director Brig Gen (rtd) Abdur Rahim, BNP leader and owner of Hanif Paribahan Mohammad Hanif, Pakistan-based Lashkar-e-Taiba (LeT) leader Yusuf Butt alias Majid Butt, Kashmir-based LeT leader Abdul Malek alias Golam Mohammad, Harkatul Jihad (HuJi) founder Abdus Salam, and Huji leaders Maulana Tajuddin, Maulana Shawkat Osman, Maulana Abu Sayeed alias Dr Abu Zafar, Abul Kalam Azad alias Bulbul, Jahangir Alam, Maulana Abu Taher, Hossain Ahmed Tamim, Mufti Moinuddin Sheikh alias Abu Zandal alias Masum Billah, Rafiqul Islam Sabuj, Mohammad Ujjal alias Ratan and Mohibullah alias Mofizur Rahman alias Ovi.

The court also sentenced life imprisonment to 19 persons, including BNP acting chairman Tarique Rahman, who is now staying in London.

The other convicts are Khaleda's former political secretary Harris Chowdhury, former BNP lawmaker Qazi Shah Mofazzal Hossain Kaikobad, BNP leader Ariful Islam Arif, Huji leaders Shahadatullah Jewel, Maulana Abdur Rouf, Maulana Sabbir Ahmed alias Abdul Hannan Sabbir, Arif Hasan Sumon, Hafez Maulana Yahya, Maulana Abu Bakar alias Selim Howlader, Mahibul Muttakin, Anisul Mursalin, Md Khalil, Jahangir Alam Badar, Md Iqbal, Liton alias Maulana Liton, Mufti Shafiqur Rahman, Mufti Abdul Hai and Ratul Babu.

The court awarded four years' imprisonment to two former inspectors general of police – Ashraful Huda and Shahudul Haque, Lt Commander (retd) Saiful Islam Duke, nephew of Khaleda Zia, former DGFI official (sacked) Saiful Islam Joarder and Maj Gen (retd) ATM Amin under two sections.

Former Deputy Commissioner (South) of DMP Khan Sayeed Hassan and former DC (East) of DMP Obaidur Rahman Khan were also jailed for six years each under three sections.

The court also awarded five years' jail to former IGP Khoda Baksh Chowdhury, former SP Ruhul Amin and former ASPs of CID Atiqur Rahman and Abdur Rashid.

Earlier, three accused – Jamaat secretary general Ali Ahsan Mohammad Mojaheed and Huji chief Mufti Abdul Hannan and his associate Sharif Shahedul Alam alias Bipul – were dropped from the cases as they were hanged following their conviction in other cases.

To protect the real culprits, the then BNP-Jamaat government staged 'Joj Mia drama', showing him the prime accused in the grenade attack case.

To mark the day, the ruling Awami League, its front organisations and different political, socio-cultural and professional organisations will place wreaths at a makeshift altar on Bangabandhu Avenue at 9:00am today.

The ruling party alleged that the BNP-Jamaat alliance government had carried out the grenade attack to kill Sheikh Hasina to make the party leaderless.

The incident took place on Saturday. Sheikh Hasina attended the party rally as the chief guest. After the rally, an anti-violence procession was supposed to be brought out. Miscreants started hurling grenades soon after she (Sheikh Hasina) finished her speech with the slogan 'Joy Bangla, Joy Bangabandhu'.

AL leaders and activists and common people got stunned when grenades exploded at the political gathering, killing at least 16 party activists on the spot. Ivy Rahman, wife of late President Zillur Rahman, succumbed to her injuries after fighting for 58 hours in hospital.

Party leaders and activists started screaming and made a human shield to save Sheikh Hasina's life.

Her private security personnel Mahbubur Rahman sacrificed his life while trying to save Sheikh Hasina.

Many Awami League leaders, including Sheikh Fazlul Karim Selim, Kazi Zafarullah, Abdul Latif Siddique, Obaidul Quader, Mofazzal Hossain Chowdhury Maya, Maj Gen (Rtd) Tareq Ahmed Siddique, AFM Bahauddin Nasim and Pankaj Debnath escaped death but still haunted over the gruesome incident as they have been living life with splinter injuries.

The government filed two cases – one for the murder and the other under the Explosive Substances Act.

The government is trying to bring back 18 fugitives in the cases to the country through the Interpol. Tarique Rahman is now staying in London while Maulana Tajuddin Ahmed and his younger brother Ratul Babu are believed to be hiding in South Africa.

Kazi Mofazzal Hossain Kaikobad is hiding in Saudi Arabia and Haris Chowdhury moves through the United Kingdom, Malaysia, Singapore, the USA and India.

One of the key accused in the cases, former minister and Jamaat-e-Islami secretary general Ali Ahsan Mohammad Mojaheed was hanged to death in a case over crimes against humanity during the War of Liberation in 1971 while Huji chief Mufti Abdul Hannan and Shahidul Alam Bipul were hanged in the another case over terrorism.

Two other major suspects – former Major General ATM Amin and former Lt Colonel Saiful Islam Joarder – are believed to be staying in Dubai.

Besides this, Mohibul Mustakin and his brother Anisul Mursalin are now in Tihar Jail in India.

Militant leaders Shafikur Rahman, Mufti Abdul Hai, Maulana Abu Bakar, Iqbal, Khalilur Rahman, Jahangir Alam alias Badar, Maulana Liton alias Zobair alias Delwar, then DCs Obaidur Rahman and Khan Syed Hasan are also staying abroad, sources said.

A total of 225, out of 511, prosecution witnesses gave their depositions before Judge Shahed Nuruddin of Dhaka Speedy Trial Tribunal-1 in the cases.

Ref-Daily-Sun

[illegible]

[illegible]

লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে সংগঠনের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলের প্রথম সারির নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যেই ওই ঘৃণ্য হামলা চালায় ঘাতক চক্র। শুধু গ্রেনেড হামলাই নয়, সেদিন শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করেও চালানো হয় ছয় রাউন্ড গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি আহত হন, তাঁর শ্রবণশক্তি চিরদিনের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০০৪ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ গ্রেনেড হামলা দিবস হিসেবে দিনটি পালন করে আসছে। মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবার গ্রেনেড হামলার দিনটি স্মরণে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। ২১ আগস্টের সব শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয় বাণীতে।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে আজও পঙ্গুত্ববরণ করে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। ঘাতক চক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেওয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি।’

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এই দিনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম তৈরি করে তাঁকে রক্ষা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সব আলামত ধ্বংস করে। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকেনি। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে বিএনপি-জামায়াত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। ২০১৮ সালের অক্টোবরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় হয়। এর মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। আইনি বিধিবিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকর করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি।

কর্মসূচি: